Q.no.15

Ans:- ভারতের সেবন নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধের বিষয়ে আলোচনা

ভারতের সামাজিক ব্যবস্থাতে যুগের যুবক যুবতী আজ বিভ্রান্তির পথিয়ালের নয়। সমাজ, সমাজদায়, আর্থিক ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে উন্নতির বিষয় হিসেবে পশ্চিমের দেশগুলি- জাতীয়তাবাদ মানবতা অর্থাৎ যত সেবন, ড্রাগস সেবন, অর্থনৈতিক যত্নে- যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করছে গুলিকে। এনে- ড্রাগস সেবন করে একটি যুবক ধনী ও বিলাসিতা বিলাসী মানুষ- যেমন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে অপরাধমূলক কর্ম করতে কুণ্ঠাবোধ করছে। কৈশোর মানুষ- সব শারীরিক ড্রাগস এসেই লাভ করার ব্যবহার করা অপরিণামদর্শিতা বেজীয় বিনিময়- অন্য বিপদজনক অসময় অসংযমিত যেমন অনুভূত HIV (এইচ-আই-ভি) অন্যান্য অন্য যেমন সংক্রমণে এসে হয়। যেমন সংক্রমণ এসে অসময় HIV/AIDS দ্বারা অকালে কৈশোরের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রবল ক্ষতি সাধন হয়। ফলস্বরূপে- ধ্বংসাত্মক অপরাধ প্রবণতার জন্ম হয়।

মানসিক সংগঠন বা অস্থিরতার পথে উপকার ঘটাবার কৈশোর কালের এসে সাহচর্যে ড্রাগস অন্য অন্যান্য নিচুস্তরীয় দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ড্রাগস আসক্ত সকল ছেলেরা নিজেরই সমস্যার নানারকম- ঈর্ষা সমাজ, সমাজদায়ের কারণে- বিরক্ত করছে হয়। এইক্ষেত্রে দুঃখ পরিবেশ, শিক্ষা, অভিভাবক, সমাজকর্মী আদি সকলে- সমাজ সমাধান- আলোচনা চক্র আলোচিত করে সাহায্য করা দরকার।

পশ্চিমালের পর প্রথালীর মতো আধুনিক নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা বর্তমান যুবক যুবতী আজ কুসংস্কার পথ নিয়ন্ত্রণ করে দিচ্ছে। আবার বেশ কয়েকটি সংস্থা সমাজের প্রচেষ্টায় অলাভজনক সংস্থা (N.G.O.) আছে- যুবক যুবতীর মাঝে ড্রাগস সেবনের অপকারিতা সম্বন্ধে সচেতনতা বিষয়- সাধারণ বা আলোচনা চক্র (Seminar) আদি আয়োজিত করছে। বিদ্যালয়ের পড়ার সময়ের সহ-অধ্যয়ন ব্যতীত আর সহ: পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন, শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতি, মূল্যবোধ গুলির লাভ। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর উপকারী আর মনোভাবী- ব্যবহার সাধিত লাভ। এনে জীবনে- দিশাহারা বিলাসী সকলে- বিপথগামী হয়ে পথ ভ্রষ্ট পড়ে।

শেষে বলা যায়, দিশাহারা বিলাসীতে পড়ে- আনন্দের মূল্যবোধে- নিজের, কর্তব্যের, ন্যায়পরায়ণতা, কৌশল কার্যপ্রবণতা, সুস্থ নীতিমূলক ধর্ম জাতি কার্যাদি যেমন প্রেরণা লাগিয়ে। নিজেরা অপকারের নিজের উন্নয়নের পথে নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য ভয় করিয়ে লাভ। প্রতিজন সদস্যই সমাজের শিক্ষা, কাজের, রীতি নীতি, পরিবার, সংস্কার আধিক্যের, আদি গুণ যেমন জীবনের অর্থবিষয় লাভের প্রতি নজর দিয়ে লাগিয়ে।